6TH SOUTH ASIAN CONFERENCE ON SANITATION (SACOSAN-VI)

Better Sanitation Better Life

January 11 to 13, 2016

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

২৮ পৌষ ১৪২২
১১ জানুয়ারী ২০১৬

বাণী

সাউথ এশিয়ান কনফারেন্স অন স্যানিটেশন (স্যাকোসান) এর ষষ্ঠ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্যানিটেশন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বহুমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস এবং পানিবাহিত রোগের বিস্তার রোধসহ স্বাস্থ্যসেবায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। এ সাফল্যের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সার্কভুক্ত দেশগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগ একান্ত আবশ্যক।

স্যাকোসানভুক্ত দেশগুলোর জনসংখ্যা বিশ্ব জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ। বিপুল এ জনসংখ্যার স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার সঠিক উপায় ও কৌশল নির্ধারণে এ সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। ১৯৯০ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশ্বের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রগতি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। আমি আশা করি এ সম্মেলন, অগ্রগতির এ ধারাকে আরো বেগবান করবে। এক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি রূপকল্প প্রণয়ন খুবই জরুরী।

সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়াভুক্ত দেশগুলোর সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণই এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রমান করে। আমি আশা করি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ তাঁদের মেধা, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি কাজে লাগিয়ে স্যানিটেশন বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে এবং বিশ্ব দরবারে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হবেন।

আমি এ সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

SACOSAN in the road to Sustainable Development Goal

The 6th SACOSAN is being held during 11-13 January 2016 at this important juncture of time – at the end of MDG-era and beginning of SDG-era. The South Asian Conference on Sanitation popularly known as SACOSAN was borne in the context of some shocking findings on sanitation. In 2000 it was found that though the majority (80%) of the world's unserved population lived in Asia, fewer than half of them had access to improved sanitation. The population coverage by improved sanitation in South Asian countries was even worst; only about 37% people had improved sanitation as compared to 48% in Asia. To deal with this unfortunate scenario of sanitation in south Asian Countries, Bangladesh organized the first ministerial level SACOSAN in 2003. Completing its eventful and colourful 12 years of journey and travelling around four other regional countries, Pakistan, India, Sri Lanka and Nepal, the sixth one has returned to its birthplace Bangladesh. The journey of SCOSAN is shown at a glance in Figure-1.

Figure 1: The SACOSAN Cycle in Last 12 Years

The experts and the leaders of the region realized that diarrhoea and water-borne and water-washed diseases are directly or indirectly related to poor sanitation. Figure-2 shows the relationship between improved sanitation coverage and diarrhoeal disease burden expressed in Disability Adjusted Life Year (DALY) in SACOSAN countries (WHO, 2004, WHO/UNICEF, 2004). It is clear from the figure that diarrhoeal disease burden is inversely related to improved sanitation. A good correlation between these two parameters clearly indicates the importance of improved sanitation in reducing diarrhoeal disease burden. Again analysis of data on the relationship between sanitation and nutrition, demonstrates the high correlation between open defection density and childhood stunting. Hence, sanitation was considered as a highly serious issue for South Asian Countries as 23% of global population that is about 1.714 billion as estimated in 2015 lives here. The contemporary regional event SACOSAN proved to be highly effective in this regard. In spite of higher population growth of 2.04% per year as compared to global growth rate of 1.51% per year, SACOSAN was able to increase the access to improved sanitation on average by 25% (1% per year) in the SACOSAN countries as compared to 14% (0.56% per year) increase globally. The most significant success of SACOSAN can be attributed to reduction of open defecation which is about 42% in SACOSAN countries compared to 12.5% global reduction. The progress at a glance on sanitation facilities in SACOSAN countries during 1990-2015 has been shown in Figure-3.

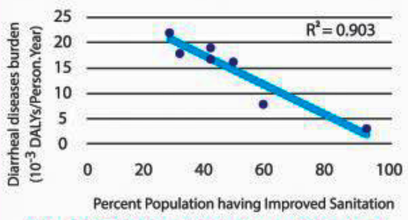

Figure 2: Relationship between Diarrheal Diseases Burden and Sanitation

The progress on sanitation of individual SACOSAN countries is much different from that of combined progress. The gaps between Baseline sanitation coverage and MDG target in case of Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Pakistan were high. The challenge for these countries was to fill the gaps to achieve MDG targets. Among the SACOSAN countries Maldives, Pakistan and Sri Lanka could achieve the MDG targets whereas Bangladesh, Bhutan, Nepal were very close to the target. India, the largest South Asian country inhabiting 75% of the regional population and Afghanistan in the language of JMP have made medium and limited progress respectively. However, due to its large number of citizens India was able to brought highest number of people about 544 million under improved sanitation in the region. As mentioned earlier, the progress in eliminating Open Defecation in SACOSAN countries is really praiseworthy. In 1990, 2 out of 3 persons practiced ODF, which has been reduced to about 1 in 3 in 2015. It indicates that one-third of the population in the region has changed their bad practice of ODF. Bangladesh, Bhutan, Maldives, Sri Lanka have practically eliminated ODF.

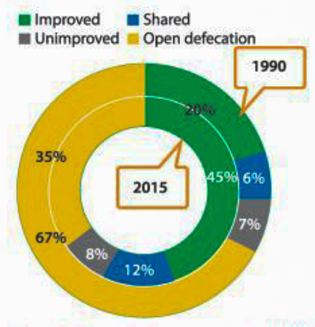

Figure 3: Sanitation coverage in 1990 and 2015 in SACOSAN Countries

The world has now entered into the Sustainable Development Goals (SDGs) era. The SDG targets for sanitation are to provide improved sanitation to 100% population by reducing open defecation to zero by 2030. For this the SACOSAN countries need act on the followings within the next 15 years.

(i) The present coverage of 45% by improved sanitation has to be increased to 100% within the target period of 15 years;
(ii) The open defecation practice of 35% people has to be reduced to zero;
(iii) Upgradation of 12% shared sanitation facilities to the level of improved sanitation facilities; and
(iv) Improvement of 8% unimproved sanitation facilities to improved facilities.

However, at the present rate of 1% increase in coverage per year, the SACOSAN countries together can provide access to improved sanitation to only 60% of population. The challenge is to provide access to 55% population in the SACOSAN countries to improved sanitation within the target period. A simple calculation shows that 3.67% population has to be brought under improved sanitation coverage each year which is 2.67% higher than the rate during the MDG period.

The 6th SACOSAN is committed to develop a strategy to accelerate coverage by improved sanitation, elimination of open defecation, reach the unreached places and population and improve hygiene practices. SACOSAN is also striving to ensure equity in access to sanitation by meeting the needs of the girls and women and those in vulnerable situation and become a role model of sanitation movement to the world.

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ পৌষ ১৪২২
১১ জানুয়ারী ২০১৬

বাণী

সার্কভুক্ত দেশগুলোর স্যানিটেশন মানোন্নয়নে পথিকৃৎ হিসেবে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারের মত দক্ষিণ এশীয় স্যানিটেশন সম্মেলন বা স্যাকোসান-৬ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এই আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানাই।

দক্ষিণ এশিয়ার আটটি রাষ্ট্রের স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় স্যাকোসান একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম। যার মাধ্যমে ২০০৩ সাল হতে সদস্য রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক সহায়তা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজস্ব দেশে শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার আন্দোলনকে জোরদার করে আসছে।

আমাদের সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে স্যানিটেশন আজ একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আমরা ৯৯ শতাংশ স্যানিটেশন নিশ্চিত করেছি; যা শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, সমগ্র বিশ্বে প্রশংসার দাবি রাখে। স্যানিটেশনে শতভাগ সাফল্য আনতে বাস্তবমুখী বিভিন্ন কৌশলপত্র ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এসকল নীতিমালার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার কমেছে। অনিরাপদ পানি ও দুর্বল স্যানিটেশনজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। দেশব্যাপী উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আরও জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে আমি সরকারের পাশাপাশি সকল বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

পঞ্চম দক্ষিণ এশীয় স্যানিটেশন সম্মেলন (স্যাকোসান-৫) এ অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণ স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে অন্যান্য দেশে অনুসরণীয় বলে অভিহিত করেছেন, এ জন্য তাঁদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। স্যানিটেশনে বাংলাদেশ এগিয়ে থাকলেও, সার্বিকভাবে দক্ষিণ এশিয়া এখনও কিছুটা পিছিয়ে আছে। এ জন্য উন্নত স্যানিটেশন চর্চা বৃদ্ধিকল্পে আটটি দেশকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

আমি আশা করি, স্যাকোসান-৬ বাংলাদেশসহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার জনমানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আমি ষষ্ঠ দক্ষিণ এশীয় স্যানিটেশন সম্মেলন (স্যাকোসান-৬) এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্যানিটেশন আন্দোলনকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে স্যাকোসান সম্মেলন (South Asian Conference on Sanitation-SACOSAN) সর্বপ্রথম বাংলাদেশে তার যাত্রা শুরু করেছিল। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ ঘুরে আবারও বাংলাদেশে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সুস্থভাবে জীবনযাপনের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। ইউনিসেফ ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে দেখা যায় বিশ্বের ২.৪ বিলিয়ন মানুষের যথাযথ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই, যার মধ্যে ১.১ বিলিয়ন মানুষ এখনও উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করে। দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের স্যানিটেশন ব্যবস্থা এখনও সন্তোষজনক অবস্থানে আসেনি। স্যাকোসান এর পূর্ববর্তী সম্মেলনগুলোতে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ অঞ্চলে স্যানিটেশন ব্যবস্থা ২০০৩ সালের তুলনায় অগ্রগতি লাভ করেছে। এর অন্যতম উদাহরণ বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা। স্যানিটেশন জরীপ অনুযায়ী এদেশে ২০০৩ সালে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার ছিল শতকরা ৪২ ভাগ, যা ২০১৫ সালে শতকরা ১ ভাগে নেমে এসছে। দেশের সকল মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকার। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে স্যানিটেশন কার্যক্রম একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের স্যানিটেশন কার্যক্রমের এই ধারা অব্যাহত থাকলে জাতিসংঘের নির্ধারিত ২০২৫ সালের বহুপূর্বেই উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।

সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাবার পানির ব্যবহার, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই সম্মেলনে স্যানিটেশন অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সৃষ্ট সুযোগ স্যানিটেশন আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে সহায়ক হবে বলে মনে করি।

সম্মেলনে দেশি-বিদেশী অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে এবং স্যাকোসান-৬ তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে-এ আশাবাদ ব্যক্ত করে এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যান
স্যাকোসান-VI অর্গানাইজিং কমিটি

দক্ষিণ এশীয় স্যানিটেশন সম্মেলন (SACOSAN) স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের একটি সমন্বিত আঞ্চলিক উদ্যোগ। এর মূল উদ্দেশ্য হলো এ অঞ্চলের দেশসমূহের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করা। খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগের ফলে পানির প্রধান উৎস ও পরিবেশ দূষিত হয় এবং ডায়রিয়াসহ নানা ধরনের পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এ সমস্যা দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশেই কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। এ থেকে উত্তরণের জন্য করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম SACOSAN আয়োজন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছর পুনরায় ঢাকায় SACOSAN-VI আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, স্যানিটেশন সেক্টরের উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো উন্মুক্তস্থানে মলমূত্র ত্যাগের হার। বাংলাদেশে ২০০৩ সালে এ হার ছিল ৪২% যা ২০১৫ সালে বর্তমান সরকার ১% এ হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় স্যানিটেশন সেক্টরে সৃজনশীল বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশে অর্জিত এ সাফল্য আজ একটি মডেল ও দৃষ্টান্ত হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ সাফল্যকে ভিত্তি করে এবং বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে কার্যকর স্যানিটেশন পরিকল্পনার জন্য অনুসরণীয় দিকনির্দেশনা এ সম্মেলন থেকে পাওয়া যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই আমাদের শতভাগ উন্নত স্যানিটেশনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। Sustainable Development Goals (SDG) এর আলোকে আমাদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্যানিটেশন আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, মিডিয়া কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

এ সম্মেলন দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহে স্যানিটেশন ব্যবস্থার মান উন্নয়ন, অগ্রগতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা, নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করবে। ২০১৬ সালের SACOSAN-VI সম্মেলন দক্ষিণ এশিয়ার স্যানিটেশন আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তুলবে এবং অচিরেই এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি দেশ উন্নততর স্যানিটেশনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আবদুল মালেক

unicef

Message

UNICEF welcomes SACOSAN VI as it returns to Bangladesh, underscoring the strong commitment of this country to sanitation in this region.

Since the first SACOSAN conference was held in Bangladesh in 2003, there has been impressive progress n South Asia in access to improved sanitation.

The Maldives, Pakistan, and Sri Lanka were among just 95 countries in the world to meet the Millennium Development Goal target of having the proportion of the population who in 1990 did not have improved sanitation. India, which did not meet the target, still managed to provide access to 360 million people. Bangladesh is close to eliminating open defecation. Other countries in the region are also making good progress.

For us in UNICEF this is not just a matter of ticking off 'goals met' on a chart. It is crucial for the health and wellbeing of the millions of children in this region.

Recent studies link sanitation and particularly open defecation, to increased levels of stunting in children under 5 years old. Stunting means a child does not develop properly and may have permanent physical and cognitive damage. This has an implication on the health not only of the child, but on its family and community, and on the economic health of the country itself. Stunted children will attain lower levels of education, leading to lower incomes later, and lower levels of productivity. It affects the futures of our countries.

The Sustainable Development Goals call for the elimination of open defecation and achieving universal access to improved sanitation, with a special focus on women, girls and the most vulnerable people. It is 2016. This region needs to build on its success and speed up its progress exponentially. We must plan for a world where all of our fellow citizens have access to this basic human right.

On behalf of UNICEF's management and staff, I wish complete success for the conference and join with the government of Bangladesh in urging the governments of the region to use this opportunity to commit to redouble efforts to finish the job.

Karin Hulshof
UNICEF Regional Director, South Asia

WORLD BANK GROUP
Water

Message

SACOSAN VI is a historic milestone for South Asian governments. The conference reflects the efforts South Asia has made towards safe sanitation for all, but importantly, it signals the Region's commitment to shift from the Millennium Development Goals (MDGs) to the more challenging platform of the Sustainable Development Goals (SDGs). This shift will require even greater leadership from the governments, more sustained partnership from the development community, and greater grass-root innovation. SACOSAN VI is the right moment for South Asia to concretely signal its commitment towards achieving SDG6 – the Water and Sanitation Goals.

For Bangladesh, as host, SACOSAN VI is an equally important milestone. The first sponsor of the SACOSAN gathering, Bangladesh has made great strides towards eliminating open defecation. But, as the country prepares for middle income status, the "sanitation solution" will require greater urban focus, stronger institutions of local governments and utilities, and deeper state accountability to citizens.

Much is expected from the leadership of South Asia as the stage is set for a historic SACOSAN VI Dhaka Declaration. It will be the privilege of the international development community to support South Asian governments to implement such a program.

Junaid Ahmed,
Senior Director
World Bank Water Global Practice

Local Government Division, Ministry of Local Government Rural Development & Co-operatives

Government of the People's Republic of Bangladesh